রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ১০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১১, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৬১—১৭১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২০৫—২১৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৪১—২৮০
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ পৌষ ১৪২৭/২৭ ডিসেম্বর ২০২০

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০২.১৮-৩১১—Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Sehedule I of The Rules of Business, 1996) (Revised up to April 2017) এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চাহিদা মোতাবেক প্রথম ধাপে নিম্নবর্ণিত ২৫টি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটগ্রহণের দিন ২৮ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ সোমবার সাধারণ ছুটি ব্যতীত নির্বাচনী এলাকাধীন যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার বা নির্বাচনী কার্যক্রমের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হলো। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী পৌরসভা/উপজেলা/জেলাধীন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো।

প্রথম ধাপে নিম্নবর্ণিত ২৫টি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

ক্রম	জেলা	উপজেলা	পৌরসভার নাম
১	২	৩	৪
১.	পঞ্চগড়	পঞ্চগড়	পঞ্চগড়
২.	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	পীরগঞ্জ
৩.	দিনাজপুর	ফুলবাড়ী	ফুলবাড়ী
৪.	রংপুর	বদরগঞ্জ	বদরগঞ্জ
৫.	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম
৬.	রাজশাহী	পুঠিয়া	পুঠিয়া
৭.	রাজশাহী	পবা	কাটাখালী
৮.	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	শাহজাদপুর
৯.	পাবনা	চাটমোহর	চাটমোহর
১০.	কুষ্টিয়া	খোকসা	খোকসা
১১.	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

ক্রম	জেলা	উপজেলা	পৌরসভার নাম
১২.	খুলনা	দাকোপ	চালনা
১৩.	বরগুনা	বেতাগী	বেতাগী
১৪.	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	কুয়াকাটা
১৫.	বরিশাল	উজিরপুর	উজিরপুর
১৬.	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	বাকেরগঞ্জ
১৭.	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	গফরগাঁও
১৮.	নেত্রকোণা	মদন	মদন
১৯.	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	মানিকগঞ্জ
২০.	ঢাকা	ধামরাই	ধামরাই
২১.	গাজীপুর	শ্রীপুর	শ্রীপুর
২২.	সুনামগঞ্জ	দিরাই	দিরাই
২৩.	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	বড়লেখা
২৪.	হবিগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ
২৫.	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	সীতাকুন্ড

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৫ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০১০.২০.১১০৬**—যেহেতু, জনাব নাদির হোসেন শামীম (পরিচিতি নম্বর ১৮৪৩৬), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা বর্তমানে সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর-এর বিরুদ্ধে নারী ঘটিত বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগ (পেপার কাটিংসহ) জেলা প্রশাসক, ভোলা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করেন; এছাড়া জনাব নাদির হোসেন শামীম-এর বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বরাবর একাধিক ব্যক্তি নারী ঘটিত বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করেন; উক্ত অভিযোগসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়; জনাব নাদির হোসেন শামীম মাঠ প্রশাসনে কর্মরত একজন কর্মকর্তা বিধায় প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন ও তদন্ত প্রতিবেদনের মতামতের আলোকে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব নাদির হোসেন শামীম এর দ্বারা সংঘটিত কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) বিধিতে উল্লিখিত মতে 'অসদাচরণ' এবং একই বিধিমালার ৩ (খ) বিধি মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০১০.২০-৭৫২ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়ন করে তার নিকট প্রেরণ হয়; তিনি অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে গত ২৮-১০-২০২০ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তার দাখিলকৃত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, রিপুতাড়িত হয়ে যুক্তিশীল আচরণ করতে ব্যর্থতা প্রদর্শন করেছেন মর্মে অভিযুক্ত জনাব নাদির হোসেন শামীম শুনানির সময় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন; তিনি বলেন যে, ফেইসবুক ব্যবহারে তিনি ব্যাপক অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন; তিনি আরও বলেন বর্তমানে পূর্বের সমস্ত ভুল ও হীন কাজের জন্য অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছেন; উপরন্তু তিনি মহান সৃষ্টিকর্তার কাজে তওবা করে বর্তমানে জনাব শারমিন নাহার, সহকারী জজ, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, যশোর-কে বিয়ে করে পবিত্র জীবন যাপন করছেন এবং ভবিষ্যতে এমন কোনো হীনতায় নিজেকে জড়াবেন না মর্মে করুণভাবে নিবেদন করে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছেন; অধিকন্তু তার বর্তমান স্ত্রী জনাব শারমিন নাহার শুনানি সমাপ্তির পর সশরীরে উপস্থিত হয়ে জনাব নাদির হোসেন শামীম-এর শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যের সত্যায়ন করেন এবং একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন; লিখিত বিবৃতিতে জনাব শারমিন নাহার তার স্বামীর পূর্বের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে একটি স্বাভাবিক সুন্দর জীবন ফিরিয়ে দেয়ার প্রার্থনা করেন; অভিযোগকারীগণের বিস্তারিত অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি, তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযুক্তের শুনানি এবং বক্তব্যের সমর্থনে তার স্ত্রীর বিবৃতি বিস্তারিত পর্যালোচনাক্রমে স্ত্রীর সাথে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন এবং সাংসারিক স্থিতির স্বার্থে অভিযুক্তের অঙ্গীকারের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ভবিষ্যতে আর যাতে এমন নৈতিক স্খলন না হয় তা থেকে তিনি বিরত থাকবেন এ শর্তে ও অভিযুক্ত নবীন কর্মকর্তা হওয়ায় তার প্রতি কিছুটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করা হয়; এছাড়া, অভিযোগকারিণীরা কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছিলেন মর্মে পর্যালোচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি; এমনটি হলে অভিযুক্তের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত দৃঢ় ভিত্তি পেতনা;

সেহেতু, জনাব নাদির হোসেন শামীম (পরিচিতি নম্বর-১৮৪৩৬)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর উপবিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী তাকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৪ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০০১.১৩.১০৬৯**—যেহেতু জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার মতিন (পরিচিতি নম্বর-১৬৩২৪), প্রাক্তন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বর্তমানে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত গত ১৩-০১-২০১৩ তারিখ হতে ১৩-০৫-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জে ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাঁর বিরুদ্ধে মোট ১৩ টি অভিযোগ এনে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকার মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জের নিকট থেকে পত্র পাওয়া যায়; অভিযুক্ত কর্মকর্তা মাঠপ্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা হওয়ায় আনীত অভিযোগটি নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার মতিন এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়; উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৮-০৯-২০১৩ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮২.২৭.০০১.১৩-৬১২ নং স্মারকের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি)

ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতি (Corruption)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলার রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী যথাযথভাবে সকল বিধিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ শেষে তদন্তে জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার মতিন (পরিচিতি নম্বর : ১৬৩২৪) এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতি (Corruption)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়; উক্ত প্রমাণিত অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করত: একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(বি) মোতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement)" গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; সে পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার মতিন (পরিচিতি নম্বর : ১৬৩২৪) এর নিকট দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়; তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের কোনো জবাব দাখিল করেননি; বিভাগীয় মামলা চলমান থাকা অবস্থায় তিনি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট মামলা নং ৮৯৪০/২০১৪ দায়ের করেন; তিনি বিগত ০৩-০১-২০১৬ খ্রি. তারিখে রীট মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের নির্দেশনার আলোকে তার বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলা স্থগিতের আবেদন করেন; পরবর্তীকালে ২৮-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ তিনি নিজেই রিট পিটিশন নং ৮৯৪০/২০১৪ প্রত্যাহার করে তার আদেশের সার্টিফাইড কপি দাখিল করেন এবং তিনি স্থগিতকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য আবেদন করেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার মতিন (পরিচিতি নম্বর : ১৬৩২৪)-কে সরকারি চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement) প্রদানের প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখা হয় এবং গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়; বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশন সচিবালয় হতে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের সপক্ষে মতামত পাওয়া যায়; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার মতিন-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় অভিযোগের গুরুত্ব ও সার্বিক পর্যালোচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে তাঁকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০০১.১৩-৪৩৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে আদেশ জারির তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement)" প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার মতিন (পরিচিতি নম্বর-১৬৩২৪) তার উপর আরোপিত গুরুদণ্ডাদেশ মওকুফের জন্য গত ০৪-১০-২০২০ খ্রি. তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, "আবেদনকারীর শাস্তির পুনর্বিবেচনার আবেদন বিবেচনা করে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) বিধিতে প্রদত্ত বাধ্যতামূলক অবসর গুরুদণ্ড হ্রাসপূর্বক উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা হয়।";

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার মতিন (পরিচিতি নম্বর-১৬৩২৪), প্রাক্তন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বর্তমানে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের আলোকে জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার মতিন (পরিচিতি নম্বর-১৬৩২৪)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতি (Corruption)" এর প্রমাণিত অভিযোগের কারণে একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) বিধি মোতাবেক পূর্বে প্রদত্ত "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement)" গুরুদণ্ড হ্রাসপূর্বক উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কর" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০৬ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০১৫.১৯.১১১৮**—যেহেতু জনাব বি. এম. তারিক-উজ-জামান (পরিচিতি নম্বর ১৭৯০৯), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিশ), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি, নিয়মিত ইয়াবা সেবন করেন; প্রায়শ: রাতে কাউকে না জানিয়ে পরিবারের অগোচরে অজ্ঞাত স্থানে ভ্রমণ করেন; গভীর রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাসায় আসেন এবং স্ত্রীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন; ২৪-০৭-২০১৯ হতে ২৭-০৭-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন কথিত একজন মহিলাকে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে নওগাঁ সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপন করেন এবং জনৈকা সুমনা মনা সোমাকে নিয়ে স্ত্রী পরিচয়ে সার্কিট হাউসের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রাত্রিযাপন গর্হিত ও কুরুচির পরিচয় বহন করে আর তার প্রকৃত স্ত্রীর সূত্রে জানা যায় তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহণ করেছেন; বর্তমানে তার ঋণ পরিশোধ করার মত সামর্থ নেই; এ কারণে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ পরিশোধের জন্য ক্রমাগত চাপ অব্যাহত আছে এবং এ সমস্ত কারণে তাঁর চালচলন ও আচার আচরণে অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে ফলে তিনি ৩৪তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা হওয়ার পরও এ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) বার বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেও ৩য় পত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি আর এজন্য তিনি চাকুরিতে স্থায়ী হতে পারেননি; উপরন্তু গত ২৪-০৮-২০১৯ হতে ৩১-০৮-২০১৯ পর্যন্ত ০৭ (সাত) দিন কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে অনুপস্থিত থাকায় তাকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি কোনো সন্তোষজনক জবাব দাখিল করতে পারেননি; তারপরও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে সতর্ক করে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়; আবার তাঁকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাটে কর্মরত থাকাবস্থায় মাদক থেকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হয়; অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ বিভিন্ন সময় তাঁকে মাদক সেবন না করা, অনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিহার ও স্ত্রী সন্তানদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য বিভিন্নভাবে কাউন্সেলিং করার পরও তার কোনো উন্নতি হয়নি এবং তাঁর এ ধরনের আচরণ সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) এবং (খ) উপবিধি মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর দায়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা-৩ শাখার ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০১৫.১৯-১৩১০ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়ন করে তার নিকট প্রেরণ করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কোনো লিখিত বক্তব্য দাখিল করেননি এবং সময় বৃদ্ধিরও আবেদন করেননি সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর উপবিধি ৭(৩) অনুযায়ী অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্তের জন্য ড. মোহাম্মদ হোসেন (পরিচিতি নম্বর : ১৫৩৫৮), উপসচিব, সিপি-২ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের সার্বিক মতামতে উল্লেখ করেছেন যে, মামলার মূল অভিযোগকারীর জবানবন্দী ও অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী জনাব বি. এম. তারিক-উজ-জামান (পরিচিতি নম্বর-১৭৯০৯)-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; তদন্ত প্রতিবেদনের সার্বিক মতামত অনুযায়ী এ মামলার অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের দু'টি সন্তান রয়েছে তাই তার স্ত্রী নাজিরা ইসলাম বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা ও সন্তানদের মঙ্গলের জন্য স্বামীকে (তারিক-উজ-জামান) ক্ষমা করতে চান এ শর্তে যে ভবিষ্যতে তিনি এ অপরাধসমূহের পুনরাবৃত্তি করবেন না অপরদিকে অভিযুক্ত তারিক-উজ-জামান অভিযোগসমূহের সত্যতা স্বীকার করে তিনি স্ত্রীর নিকট নি:শর্ত ক্ষমা চেয়েছেন এবং এ অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করার ও স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সুখী জীবন যাপন করবেন মর্মে তিনি অঙ্গীকার করেছেন;

সেহেতু, জনাব বি. এম. তারিক-উজ-জামান (পরিচিতি নম্বর-১৭৯০৯)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অদক্ষ" এবং "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্বসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
এডিবি-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ।

নং **০৯.০০.০০০০.১২৭.১৪.০০১.১৭-১০৫**—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সঙ্গে Additional Financing for Microenterprise Development Project শীর্ষক কর্মসূচীর জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে Virtual Loan Negotiation-এর লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে প্রতিনিধিদল গঠন করা হলো :

দলনেতা

(০১)	জনাব আবদুল বাকী, অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(০২)	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (ফাবা-২), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
(০৩)	সৈয়দ আশরাফুজ্জামান, উপসচিব, ফাবা-১ অধিশাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
(০৪)	মিজ মুর্শেদা জামান, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
(০৫)	জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, উপসচিব, অর্থ বিভাগ
(০৬)	জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকেএসএফ
(০৭)	সৈয়দা আমিনা ফাহমীন, উপসচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
(০৮)	প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
(০৯)	প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(১০)	প্রতিনিধি, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
(১১)	প্রতিনিধি, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

২। Loan Negotiation-এর তারিখ, সময় ও স্থান :

তারিখ	সময়	স্থান
১৬ নভেম্বর ২০২০	বেলা ০২ : ৩০ টা থেকে শুরু	Virtual

৩। Loan Negotiation প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ যথাসময়ে Loan Negotiation-এ অংশগ্রহণ করবেন।

সৈয়দা আমিনা ফাহমীন
উপ-সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অধিশাখা-৩ (শুল্ক)

তারিখ : ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/২৯ নভেম্বর ২০২০

আদেশ

নং **০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.১০৫.১১-১৪০**—যেহেতু, সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, প্রাক্তন কমিশনার, মোংলা কাস্টম হাউস, খুলনা (বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সংযুক্ত) ০১-০২-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারে যোগদান করেন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৫-০১-২০২০ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০৩৮. ৬৫.১০১.১৯.১৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে তাকে ০২-০২-২০২০ তারিখ হতে ১১-০২-২০২০ তারিখ পর্যন্ত অথবা ছুটি ভোগের তারিখ হতে ১০(দশ) দিন অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ) মঞ্জুরপূর্বক কানাডা ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়;

০২। যেহেতু, সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, কমিশনার ০৫-০৩-২০২০ তারিখে অর্জিত ছুটিতে কানাডা গমন করেন। তার অনুকূলে মঞ্জুরকৃত অর্জিত ছুটি গত ১৫-০৩-২০২০ তারিখে সমাপ্ত হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করায় এবং অননুমোদিতভাবে প্রায় ০৭ (সাত) মাস যাবত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) অনুযায়ী অনুমোদিত ছুটির ধারাবাহিকতায় বিনা অনুমতিতে ৬০ দিনের অধিক সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার জন্য "পলায়ন (Desertion)" এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী কেন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) অথবা ঐ

বিধিমালার অধীনে অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না তার কারণ লিখিতভাবে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

০৩। যেহেতু, সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, প্রাক্তন কমিশনার, মোংলা কাস্টম হাউস, খুলনা (বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সংযুক্ত) অভিযোগ নামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীতে তিনি লিখিতভাবে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি সরকারি দায়িত্বের প্রতি এ ধরনের উদাসীনতা এবং অননুমোদিতভাবে প্রায় ০৮ (আট) মাস কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে বিদেশে অবস্থান করার বিষয়টি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

০৪। সেহেতু, এক্ষণে সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, প্রাক্তন কমিশনার, মোংলা কাস্টম হাউস, খুলনা (বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সংযুক্ত) -কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) অনুযায়ী পলায়নের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক ০১ (এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। তার অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

০৬। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

অর্থ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৮ পৌষ ১৪২৭/২৩ ডিসেম্বর ২০২০

নং **০৭.০০.০০০০.০৮২.২৭.০০২.২০-৪১৬**—যেহেতু, জনাব জি এম মামুনুর রশিদ, এডি (প্রশাসন), রেলভবন, ঢাকা (ডিডিএফএ /প্রজেক্ট, বাংলাদেশ রেলওয়ে কমলাপুর) (বর্তমানে পরিচালক, ফিমা, ঢাকা), স্থায়ী ঠিকানা : পিতা-এন এম ইদ্রিস আলী, গ্রাম-সুখ নগরী, ডাকঘর+থানা-মাদারগঞ্জ, জেলা-জামালপুর এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৬৬/১৬৭/২১৭/১০৯ ধারায় এবং দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দুদক কর্তৃক কোতোয়ালী (সিএমপি) থানায় ১০-০৩-২০৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে দায়েরকৃত ২৩ নং মামলায় বিজ্ঞ মহানগর স্পেশাল জজ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২৬-০৬-২০১৮ তারিখে চার্জশীট গৃহীত হয়েছে।

যেহেতু, জনাব জি এম মামুনুর রশিদ, উক্ত মামলায় বিজ্ঞ আদালতে জামিনে রয়েছেন;

সেহেতু, জনাব জি এম মামুনুর রশিদকে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর বিধি-৭৩ এর নোট-২ অনুযায়ী সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ (Subsistence allowance) ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **০৭.০০.০০০০.০৮২.২৭.০০২.২০-৪১৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত এফএএন্ড সিএও/সার্বিক/পূর্ব বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম (বর্তমানে সিনিয়র অর্থ নিয়ন্ত্রক (বিমান বাহিনী), ঢাকা), স্থায়ী ঠিকানা : পিতা মৃত আবদুস সাত্তার খন্দকার, গ্রাম-ছোট গাবুয়া, ডাকঘর-ছোট গাবুয়া, থানা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী এর বিরুদ্ধে দুদক কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতে দণ্ডবিধির ১৬৬/১৬৭/২১৭/১০৯ ধারায় এবং দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় কোতোয়ালী (সিএমপি) থানায় ১০-০৩-২০৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে দায়েরকৃত ২৩ নং মামলার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ মহানগর জজ স্পেশাল আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২৬-০৬-২০১৮ তারিখে এর চার্জশীট গৃহীত হয়েছে এবং বর্তমানে মামলাটি বিচারাধীন আছে।

যেহেতু, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উক্ত মামলায় বিজ্ঞ আদালতে জামিনে রয়েছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ নজরুল ইসলামকে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর বিধি-৭৩ এর নোট-২ অনুযায়ী সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ (Subsistence allowance) ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুর রউফ তালুকদার
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ : ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঃ/০৭ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

নং **আর-৬/৭এল-২১/২০২০-১৯৯**—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে সিরাজগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আব্দুল্লাহেল কাফী, পিতা-মোঃ আব্দুর রশিদ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঃ/১৪ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

নং **আর-৬/৭এল-২৮/২০২০-২২৯**—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে কিশোরগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মুমীনুল হক লিটন, পিতা-মোহাম্মদ নূরুল হক-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই

সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৫ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **বিচার-১/৩এ-১/৭৯-৫৪৪** ।—The Gandhi Ashram (Board of Trustees) Ordinace, 1975 (Ord No.LI of 1975) এর Section 4(2) মোতাবেক গান্ধী আশ্রম বোর্ড অব ট্রাস্টিজের বর্তমান ট্রাস্টি জনাব এডভোকেট কাজী মোঃ মানছুরুল হক খসরু-কে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক তাঁর স্থলে একই আইনের Section 4(1) মোতাবেক আগামী ২৭-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য জনাব অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-কে গান্ধী আশ্রম (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) এর ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগ করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ গোলাম মাহবুব
উপসচিব (প্রশাসন-১)।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

অফিস আদেশ

তারিখ : ১৩ পৌষ ১৪২৭/২৮ ডিসেম্বর ২০২০

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১১.১৭-৩৭৭**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম, উপ সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), সিলেট গণপূর্ত সার্কেলে কর্মরত অবস্থায় সুনামগঞ্জ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও হাসপাতাল সংলগ্ন বিভিন্ন কোয়ার্টার মেরামত ও সংস্কার কাজের ৫,৭৭,৬৬,০০০/- (পাঁচ কোটি সাতাত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার) টাকা ব্যয়ের অনিয়মের মধ্যে বৈদ্যুতিক কাজ বাবদ মোট ২,৩০,৫১,০০০/- (দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ একান্ন হাজার) টাকার কাজ যাচাই-বাছাই ছাড়াই সাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট গণপূর্ত জোন এর নিকট প্রেরণ করে প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে সরকারি অর্থ অপচয় করেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ৩১-১০-২০১৭ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১১.১৭-৩১৫ নম্বর স্মারকে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ১৪/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবের আলোকে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ ইমরুল চৌধুরী, প্রাক্তন যুগ্মসচিব, পরবর্তীতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে ০৫-০৭-২০২০ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। এছাড়া, তদন্তকালে সরকারপক্ষও জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলমকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে বলে মতামত দিয়েছেন।

০৩। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম, উপ সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), সিলেট গণপূর্ত সার্কেল এর নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে একমত পোষন করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলমকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমাল, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত ১৪/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পাট-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ পৌষ ১৪২৭/০৩ জানুয়ারি ২০২১

নং **২৪.০০.০০০০.১১৮.০৬.১৮.১৭.২৫১**—বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার (পি.ও-২৭)-১৯৭২ এর ৫ (বি) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত নিম্নবর্ণিত পাটকলের এন্টারপ্রাইজ বোর্ড নিম্নরূপভাবে গঠন করলো :

নং	মিলের নাম	প্রতিনিধির নাম/পদবি	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	পর্ষদ সভার পদবি
১	কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লি: ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী	চেয়ারম্যান	বিজেএমসি	চেয়ারম্যান
		(১) উপসচিব (পাট-৩)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	পরিচালক
		(২) জনাব সফিকুল ইসলাম, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	পরিচালক
		(৩) ব্যবস্থাপক (বোর্ড এন্ড কোং)	বিজেএমসি	পরিচালক
		(৪) মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক	স্থানীয় সোনালী ব্যাংক লিঃ	পরিচালক
		(৫) প্রকল্প প্রধান	কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লি:	পরিচালক

০২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইমরান আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-০৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ১৪ পৌষ ১৪২৭/২৯ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৩৯.০০.০০০০.০০৫.১১.০২০.২০-৩৩৭**—'বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ আইন, ২০২০' এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ (বিআরআইসিএম) এর পরিচালনা পর্ষদ নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হলো :

সভাপতি

(ক) সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

খ) জনাব শেখ ফজলে ফাহিম, সভাপতি, এফবিসিসিআই

(গ) ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

(ঘ) জনাব খাজা আব্দুল হান্নান, অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়

(ঙ) জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

(চ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

(ছ) অধ্যাপক ড: সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, কেমিকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(জ) জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

(ঝ) জনাব সৈয়দা নওয়ারা জাহান, যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(ঞ) জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন, যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(ট) ড. মোঃ মজিবুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

(ঠ) ড. মোঃ বক্তীয়ার হোসেন, পরিচালক, (জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ) এবং মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৃত্তিকা), অতিরিক্ত দায়িত্ব, বিএআরসি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

সদস্য-সচিব

(ড) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বিআরআইসিএম

০২। গঠিত পরিচালনা পর্ষদ 'বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ আইন, ২০২০' এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

০৩। পর্ষদের ক্রমিক (খ) ও (ছ) ব্যতীত অন্য সকল সদস্যগণ পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকবেন এবং ক্রমিক (খ) ও (ছ) এর সদস্যদ্বয় প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

০৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ সাজেদুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/১৪ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.০১.২৪৬.২০-৫৬০**—যেহেতু, জনাব লুৎফুর রহমান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটিয়া, চট্টগ্রাম-কে নকলমুক্ত, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এসএসসি, এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল পরীক্ষা, ২০২০ গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পটিয়া কর্তৃক "পটিয়া-২ (কেন্দ্র কোড-২১৭) হাবিলাসদ্বীপ উচ্চবিদ্যালয়" কেন্দ্রে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করে ট্যাগ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ বিধি মোতাবেক পরীক্ষা গ্রহণের কাজে সহযোগিতা করার জন্য নিয়োগ করা হয়। এসএসসি পরীক্ষা, ২০২০ এর ট্যাগ অফিসার হিসেবে পরীক্ষার সময়সূচি মোতাবেক সকাল ৮.০০ ঘটিকায় কেন্দ্র সচিব, ট্যাগ অফিসার ও পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে প্রশ্নপত্র গ্রহণপূর্বক পুলিশী হেফাজতে যথাযথভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌছানোর কথা থাকলেও তিনি ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখ থানা থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণ করেননি;

গত ০৪-০২-২০২০ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পটিয়া সকাল ১০:২০ ঘটিকায় উক্ত কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে ট্যাগ অফিসার হিসেবে তাঁকে অনুপস্থিত দেখতে পান। উক্ত কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানান যে, থানা থেকে প্রশ্ন আনয়নের সময় ট্যাগ অফিসার অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে প্রশ্নপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। একই দিন অর্থাৎ ০৪-০২-২০২০ তারিখ বেলা ১:২৫ ঘটিকার সময় তিনি পটিয়াস্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চেয়েছেন। কিন্তু আবেদনপত্রের সাথে শারীরিক অনুস্থতার কথা উল্লেখ থাকলেও মেডিকেল/বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কোনো সার্টিফিকেট সংযুক্ত করেননি এবং তাঁকে উক্ত দিন অসুস্থ মনে হয়নি;

পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে প্রশ্নপত্র গ্রহণ না করায় পাবলিক পরীক্ষার মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তাঁর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এর বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন;

যেহেতু, গত ২৯-১১-২০২০ তারিখে অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে বক্তব্য শ্রবণ ও উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় তিনি তাঁর উপর আনীত অভিযোগ নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি দায়িত্ব, নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তিনি পাবলিক পরীক্ষার মত একটি জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে দায়িত্বে চরম অবহেলা করেছেন। বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অসদাচরণের অভিযোগটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তাঁর কৃতকর্ম সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের সামিল এবং এ জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো।

সেহেতু, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় জনাব লুৎফুর রহমান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটিয়া, চট্টগ্রাম-কে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার (Censure)" দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

একইসংগে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো এবং জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওনক মাহমুদ
সচিব।

প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ পৌষ ১৪২৭/৩১ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৭.২৭.০০১.২০-৬৪০**—ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-১৬১৬), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, নাগরপুর, টাঙ্গাইল এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, টাঙ্গাইল এ দায়েরকৃত মামলা নং না:শি: ৩৮১/২০০০ এ ০৮-১২-২০২০ তারিখে গ্রেফতার হওয়ায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর বিধি ৭৩ অনুযায়ী গ্রেফতারের তারিখ ০৮-১২-২০২০ হতে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিএসআর (পার্ট-১) এর ৭১ ধারা মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওনক মাহমুদ
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ০৮ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৭.১৬.৩৩০**—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	মুড়ইল	৪৩	৯৮২	কাহালু	বগুড়া
২	বোরতা	৯৯	৪২৭	কাহালু	বগুড়া
৩	নারকেলি	১০৩	৭৩২	কাহালু	বগুড়া
৪	ছাইপাড়া	১০৮	৬২৫	কাহালু	বগুড়া
৫	এরুল	১৩৮	৪৭৩	কাহালু	বগুড়া
৬	দারাই	১৫০	২৬০	কাহালু	বগুড়া
৭	খুরাসট্টি	১৫৮	৭৬১	কাহালু	বগুড়া
৮	কামালেরপাড়া	২৩	২৭৫	সোনাতলা	বগুড়া
৯	গোপাইসাহাবাজপুর	২৭	৭৯৩	সোনাতলা	বগুড়া
১০	সার্জ্জনপাড়া	৮২	৩৭৩	সোনাতলা	বগুড়া
১১	সাতবেকী	৯৬	৫৮৮	সোনাতলা	বগুড়া
১২	ক্ষেতলাল	২৬	৬৮৫২	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
১৩	শান্তা	২৭	১২৮৫	আক্কেলপুর	জয়পুরহাট
১৪	আহলাদিপুর	৪৪	৫০৪	আক্কেলপুর	জয়পুরহাট

তারিখ : ১২ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৭ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৬.১৬ (অংশ-১).৩৩২**—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন)-এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন)-এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কার্যক্রম আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হল :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	চর ধোলাই	১৪৯	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
২	চর টেপুরাকন্দি	১৫৯	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৩	টেপুরাকন্দি	১৬০	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৪	ডিক্রির চর	১৬১	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৫	নর্থ চ্যানেল	১৬২	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৬	কবিরপুর	১৬৩	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৭	মনছুরাবাদ	১৬৪	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/০৭ ডিসেম্বর ২০২০

নং **২৩.০০.০০০০.২৫০.২৭.০৪১.২০.০১**—যেহেতু, জনাব আহম্মদ আলী আকন্দ (১০২০৯) (পিআরএল ভোগরত), উপসহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ক্ষুদ্রাস্ত্র ফ্যাক্টরীর জন্য Fire Bricks Common (Size: 230 ± 2mm × 113 ± 2mm × 68 ± 1mm, Temp:

1730°C) ও Slotting Bricks (Size: 9″ × 4.5 × 1″) ক্রয় করার জন্য কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সাভার রিফ্র্যাক্টরী না যেয়ে কনফোর্স লিমিটেড, মির্জানগর, মির্জানগর (নয়ারহাট), আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা থেকে "ফায়ার ব্রিকস" ক্রয় করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব আহম্মদ আলী আকন্দ (১০২০৯) ফায়ার ব্রিকস কেনার পূর্বে দর নির্ধারণ, মূল্য পরিশোধ এবং প্রকৃত ভাউচার গ্রহণ এবং সাদা ভাউচার নিয়ে আসার ব্যাপারে জানতেন কিন্তু কর্তৃপক্ষকে অবগত করেন নি ও ফায়ার ব্রিকস এর প্রকৃত মূল্য ১,৪৯,৭৩০/- (একলক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার সাতশতত্রিশ) টাকা হওয়া সত্ত্বেও সাভার রিফ্যাক্টরী থেকে আনা অন্য একটি সাদা ভাউচারে ৪,২৬,৪০০/- (চারলক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশত) টাকা মূল্য লিখে সমরাস্ত্র কারখানায় জমা দিয়ে সরকারি ২,৭৬,৬৭০/- (দুইলক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয়শতসত্তর) টাকা তছরূপ ও সঠিকভাবে সরকারি দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু, একজন সরকারি কর্মচারী হিসাবে তাঁর উল্লিখিত কর্মকাণ্ড ও আচরণ The Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1961 এর ৭(২) উপবিধি অনুযায়ী অসদাচরণের শামিল;

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব আহম্মদ আলী আকন্দ (১০২০৯) (পিআরএল ভোগরত), উপসহকারী প্রকৌশলী-কে The Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1961 এর ৭(২) উপবিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে উক্ত বিধিমালা ৮(১)(ঘ) উপবিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ডের আওতায় কেন তাঁকে এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করা হবে না, তা এ বিধিমালার ৯(৪)(খ) উপবিধি অনুযায়ী এ অভিযোগনামা পাওয়ার ১৪ (চৌদ্দ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর কারণ দর্শাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

যেহেতু, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব, প্রাসঙ্গিক প্রদর্শিত কাগজপত্র ও শুনানী পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, The Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1961 এর ২(৭) উপবিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ 'অসদাচরণ' এর দায় থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং **২৩.০০.০০০০.২৫০.২৭.০৪০.২০.০২**—যেহেতু, বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব দেওয়ান হুমায়ুন মোস্তফা হুসাইন (১৪৫৬)-এর বিরুদ্ধে 'The Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1961' এর ৭(২) উপবিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং এই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত দেওয়ান হুমায়ুন মোস্তফা হুসাইন (১৪৫৬) ২৪ আগষ্ট ২০২০ তারিখে লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব, প্রাসঙ্গিক প্রদর্শিত কাগজপত্র এবং শুনানী পর্যালোচনান্তে অভিযুক্তের কর্তব্যকর্মে অবহেলা দৃষ্টিগোচর হয়;

সেহেতু, বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব দেওয়ান হুমায়ুন মোস্তফা হুসাইন (১৪৫৬) কে 'The Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1961' এর ৮(১)(ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসাবে 'তিরস্কার' এর শাস্তির আদেশ প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সেলিনা হক
অতিরিক্ত সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ

রাজনৈতিক অধিশাখা-৪

আদেশ

তারিখ : ০৯ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৪ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং **স্বঃমঃ নির্বাচন-২০(১)/২০০৮(রাজ-৪)-৫৬৯**—আগামী ২৮-১২-২০২০ তারিখে প্রথম ধাপে ২৫টি পৌরসভায়, ১৬-০১-২০২১ তারিখে দ্বিতীয় ধাপে ৬১টি পৌরসভায় এবং ৩০-০১-২০২১ তারিখে তৃতীয় ধাপে ৬৪টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক অধিশাখা-৬এর স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৭৯.০১.০০৪.২০১৩-৩৬১, তাং ২৩-১২-২০২০ খ্রিঃ মূলে জারীকৃত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ নং-১৪ এর নির্দেশনা মোতাবেক বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্তে The Arms Act, 1878 (Act XI of 1878)-এর ধারা ১৭(ক)(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারি করল :

"সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ভোটগ্রহণের পূর্ববর্তী ০২ (দুই) দিন হতে ভোটগ্রহণের পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) দিন পর্যন্ত অস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ অস্ত্রসহ চলাচল না করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো।"

২। যারা এ আদেশ লংঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নাকিব হাসান তরফদার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সুরক্ষা সেবাবিভাগ
কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৮৫.২৩.০১৯.২০১৮-৬৭৫**—১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষে লঘু অপরাধে দণ্ডিত অর্ধেকের বেশি সাজাভোগকৃত কয়েদিদের মুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ১১ (এগার) জন কয়েদির অবশিষ্ট কারাদণ্ড মওকুফ করেছে :

ক্রঃ নং	কয়েদি নম্বর, নাম, পিতার নাম, বয়স ও মামলা নম্বর	কারাগারের নাম
১	কয়েদি নং-৫৩৬৮/এ, জলিল @ জুল হোসেন, পিতা-মৃত জুরা মিয়া, বয়স-৫৫ বছর, কালীগঞ্জ থানার মামলা নং-৭(১২)০৭	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
২	কয়েদি নং-৫৫৫৫/এ, ঝন্টু গোপাল দত্ত, পিতা-সত্য গোপাল দত্ত, বয়স-৩৩ বছর, কোতয়ালী থানার মামলা নং ৩৮(৬)০৫	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
৩	কয়েদি নং-৬০০৫/এ, রয়েল ভূইয়া, পিতা-রবিউল ভূইয়া, বয়স-৩০ বছর, নন জি. আর মামলা নং-৩৮/১৪	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
৪	কয়েদি নং-৬৭৩৩/এ, অসিম, পিতা-বিমল চন্দ্র, বয়স-২৯ বছর, তেজগাঁও থানার মামলা নং ৩৭(২)০৪	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
৫	কয়েদি নং-৩৫৫০/এ, শ্রী মনোরঞ্জন রায় মনা, পিতা-শ্রী কালা চাঁন রায়, বয়স-২৩ বছর, জি আর মামলা নং-০৭/১৫	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার
৬	কয়েদি নং-৭৮৪৭/এ, মোঃ টুটুল খাঁ @ ফরকু, পিতা-মোঃ সালাম খাঁ, বয়স-৩৫ বছর, পারিবারিক আদালত মামলা নং-৮৭/২০১৫	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার
৭	কয়েদি নং-৭৮৮৫/এ, নাম-মোঃ জসিম উদ্দিন, পিতা-মোঃ আলম বদ্দি, বয়স৩০ বছর, পারিবারিক আদালত মামলা নং-৩৯/২০১৭	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার
৮	কয়েদি নং-৮৭১৫/এ, মোঃ সেলিম, পিতা-আবদুর রহমান @ হন্যো, বয়স-৩০ বছর, সাতকানিয়া থানার মামলা নং-১৭(০৯)২০০৭	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার
৯	কয়েদি নং-৮৪৫৯/এ, হাফেজ মোঃ মোজাম্মেল হক, পিতা-রহমত উল্লাহ, বয়স-৬২ বছর, লোহাগাড়া থানার মামলা নং ২৭(০৯)২০০৭	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার
১০	কয়েদি নং-৯৭৮৩/এ, মোঃ কুরবার আলী ফকির @ মোঃ কুরবান আলী ফকির, পিতা-মোঃ আঃ জব্বার, বয়স-৫৪ বছর, সি আর মামলা নং ২৬/০৯	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার
১১	কয়েদি নং-৫০৮৮/এ, মোঃ রানা, পিতা-মোঃ নজরুল ইসলাম, বয়স-২৮ বছর, রাজপাড়া থানার মামলা নং-০৫(৩)২০১৪	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার

২। এ আদেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন রয়েছে।

৩। জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তির বিষয়টি কার্যকর করতে হবে।

৪। অন্য কোন কারণে উপরোক্ত কয়েদিদের আটক রাখার আবশ্যকতা না থাকলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
উপসচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৩ পৌষ ১৪২৭/২৮ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৭৫৪**—ঢাকা জেলার রমনা মডেল থানার মামলা নং-৬২(০৬)১৬-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত লিফলেট ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা বিভিন্ন কায়দায় অন্য ব্যক্তিকে সংগঠনে সদস্য হওয়ার জন্য আহবান, জঙ্গিবাদ প্রক্রিয়ায় অবদান রেখে লিফলেট বিতরণ ও নাশকতার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৭.১৯-৭৫৫**—নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানার সাধারণ ডায়েরী নং-৯৬৭, তারিখ : ২২-১১-২০২০ খ্রিঃ-এ মোঃ নোমান ছিদ্দিক (৫৫), প্রধান শিক্ষক, রামনারায়নপুর উচ্চ বিদ্যালয়-এর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজুর নিমিত্ত ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ পৌষ ১৪২৭/২২ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪৬.১৭-২১৪**—যেহেতু, ডাঃ ইয়াসমিন শাম্মী আহম্মেদ, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, গোয়াইনঘাট, সিলেট এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তিনি সিলেট মা ও

শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মকালীন গত ০১-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৮-১১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অর্জিত ছুটির আবেদন করে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও ছুটি অনুমোদন ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। পরবর্তীতে পুনরায় ২৯-১১-২০০৬ হতে ২৭-০১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এবং ২৮-০১-২০০৭ হতে ২৮-০৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাজনিত কারণে অর্জিত ছুটির আবেদন করে ছুটি মঞ্জুর ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। তাকে সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) পদে বদলি করা হলে তিনি ০৮-০৩-২০০৭ তারিখে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করে পুনরায় ২০-০৩-২০০৭ হতে ৩০-০৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাজনিত কারণে অর্জিত ছুটির আবেদন করে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করে অত্র মন্ত্রণালয়ের ০৩-০২-২০০৯ তারিখের স্বাপকম/শৃংখলা-২/অভি-৩৬/২০০৮/১০১ নং স্মারকে অভিযুক্তকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

০২। যেহেতু, প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব যথাসময়ে দাখিল না করায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশের ৩(বি) ধারায় দোষী সাব্যস্তে উক্ত অধ্যাদেশের ৪(এ) ধারা মোতাবেক কেন 'চাকরি হইতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)' করা হবে না এ মর্মে ২৭-০৭-২০০৯ খ্রি. তারিখের স্বাপকম/শৃংখলা-২/অভি-৩৬/২০০৮/৫৩৬ নং স্মারকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। উক্ত নোটিশটি তার সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থানের সহজে দৃষ্টিগোচর স্থানে লটকাইয়া জারি করা হয়;

০৩। যেহেতু, তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং কর্তৃপক্ষ তাকে দোষী সাব্যস্ত করে বর্ণিত অধ্যাদেশের ৪(এ) ধারা মোতাবেক সরকারি 'চাকরি হইতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)' করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য গত ০৩-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪৬.১৭-১৭৫ নং স্মারকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়;

০৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় গত ০২-১২-২০২০ খ্রি. তারিখের ৮০.০০.০০০০.১০৭.৩৪.০১৬.২০-২০৩ নং স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি 'চাকরি হইতে বরখাস্ত' করার বিষয়ে একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করেছে;

০৫। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ ইয়াসমিন শাম্মী আহম্মেদ-কে সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা অনুযায়ী বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্তে উক্ত অধ্যাদেশের ৪(এ) ধারা মোতাবেক 'চাকরি হইতে বরখাস্ত' দণ্ড প্রদান করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আলী নূর
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ পৌষ ১৪২৭/১৭ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০৬৩.২০১৭.৭৯৮**—খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১০নং সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর বেগম লুৎফুন নেছা, স্বামী-হাবীবুর রহমান খান, ঠিকানা : ২৮/এম.টি রোড, থানা ও পোষ্ট-খুলনা সদর, জেলা-খুলনা গত ০৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫(ঙ) মোতাবেক খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১০নং সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদটি ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ হতে এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নুমেরী জামান
উপসচিব।

পৌর-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১-১২-২০২০ খ্রিঃ

নং **৪৬.০৬৪.০২৮.২৪.০২.৩৪০.২০১১-১৪০৯**—জনাব মোঃ গোলাম ফারুক, পিতা-মৃত মসলেহ উদ্দিন, গ্রাম-আজমিরীগঞ্জ, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ-কে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৪২(৪) ধারাবলে পৌর প্রশাসকের পদ হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ-কে সরকার আজমিরীগঞ্জ পৌরসভার প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করল।

০২। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রশাসক আজমিরীগঞ্জ পৌরসভার সার্বিক দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড পালন করবেন।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা মান্নান
উপসচিব।